নবুয়তের শাশ্বত মর্যাদা

মানসাবে নবুয়ত

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.

(নবুয়ত, মানবসভ্যতায় নবুয়তের অবদান, খতমে নবুয়তের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, নবিদের বিপ্লবী জীবন, বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ মানবতার কল্যাণে তাঁদের অসামান্য ভূমিকা নিয়ে রচিত এক অনবদ্য সংকলন)

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আলী জাওহার
উস্তাজুল হাদিস ওয়াল ফিকহ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম রামপুরা, ঢাকা

রাইয়ান প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২৫
© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত
ইমেইল
raiyaanprokashon@gmail.com
প্রচ্ছদ
ওয়ালিদ ইবন হোসাইন
পৃষ্ঠাসজ্জা
সাবেত চৌধুরী
নিরীক্ষণ
মোহাম্মদ আল-আমীন
মুদ্রিত মূল্য
৪০০ টাকা

Mansab-e Nubuwat
Published by: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরিউক্ত শর্তাবলির লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

উৎসর্গ

আমাদের আকাবির আসলাফ

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ., শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি, ইমাম রব্বানি আহমদ সিরহিন্দি, শাহ ইসমাইল শহিদ, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, মাওলানা আশরাফ আলি থানভি, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি রাহিমাহুমুল্লাহ—

যাদের ঈমান, ত্যাগ, সাধনা, অশ্রু, রক্ত ও কলমের রেখায় দীনের ইমারত আজও অটল দাঁড়িয়ে আছে।

এবং বিশেষভাবে

দীনের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা—সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহ—

যিনি আধুনিক যুগের অন্ধকারে দীনের অনন্ত আলো জ্বালিয়ে গেছেন বিশুদ্ধ চিন্তা, দাওয়ার অদম্য শক্তি ও কলমের ঋজু সত্য ভাষণের মাধ্যমে।

এই গ্রন্থ তাঁদেরই প্রতি বিনম্র নিবেদন—যাদের ত্যাগের ঋণে আমরা আজ দীনের আলোয় আলোকিত।

—জাওহার

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ১৩

লেখকের আরজ..... ১৫

প্রথম ভাষণ নবুয়ত : মানবসভ্যতায় এর প্রয়োজনীয়তা ও অবদান..... ২০

স্থানের উপযোগিতা.....২০
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দায়িত্ব ২১
বর্তমানে আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ২২
কুরআনের আলোকে নবুয়ত ও নবিগণ ২৩
চমৎকার ও প্রিয় বিষয় ২৩
নির্বাচিত সৃষ্টি ও মানবতার নিখুঁত উদাহরণ.....২৬
সাফা পাহাড়ে.....৩২
নবুয়তের বিজ্ঞচিত রূপ ৩৩
হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম ৩৭
গ্রিক দর্শনের ব্যর্থতার রহস্য.....৪২
নবিদের বৈশিষ্ট্য.....৪৫
নবিদের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করার পরিণাম.....৪৬
নবিদের জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানের তুলনা.....৪৭
রাসুলের আবির্ভাবের পর অস্বীকৃতির কোনো অবকাশ নেই ৪৯
ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর জন্য মহাবিপর্যয়.....৫০

জ্ঞানী-গবেষক ও নবিদের মধ্যে পার্থক্যের একটি উপমা ৫০
আদর্শ নগরীতে নবিদের বিশেষ দায়িত্ব ৫২
সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব..... ৫৩
সমাজ ও সভ্যতার মূলস্তম্ভ ৫৪

◆ **দ্বিতীয় ভাষণ নবিদের স্বভাব, বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি.....৫৭**

নবুয়তের মর্যাদাকে নিজস্ব চিন্তা ও মনগড়া পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা অন্যায়..... ৫৭
কুরআন অধ্যয়নে চাই একনিষ্ঠতা ও গভীর গবেষণা..... ৫৮
নবুয়ত ও অন্যান্য নেতার মৌলিক পার্থক্য.....৫৯
নবিদের দাওয়াত ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সহজবোধ্য ৬৫
নবিদের দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়.....৬৯
সাহাবাদের চোখে কুরআনের পরিভাষা..... ৭৭
দীনী দাওয়াত ও আন্দোলনের মূল ভিত্তি যেমন হওয়া চাই..... ৭৮
তরুণ দাঈ ও লেখকদের প্রতি বার্তা.....৭৯
দাওয়াত ও ওয়াজ-নসিহতের মূল প্রেরণা..... ৮৭
পরকাল ভাবনায় গড়া নবিদের অনুসারীরা..... ৮৯
কর্মের পরিণাম : পরকালে শাস্তি বা পুরস্কার ৯১
পরকাল চেতনায় গড়া নবি ও উম্মতের জীবন.....৯২
নবির দাওয়াত ও সংস্কারকের দাওয়াতের ভিন্নতা ৯৫
নবিদের দাওয়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য : অদৃশ্যের প্রতি ঈমান.....৯৫
অদৃশ্য ও দৃশ্যমানের ঈমানের পার্থক্য.....৯৯
স্বাভাবিক পথে জীবনযাপন ১০৫

◆ **তৃতীয় ভাষণ হেদায়াতের দিশারি ও মানবতার পথিকৃৎ... ১১০**

মানবতার প্রতীক ও নকল নেতাদের হাস্যকৌতুক..... ১১০
ত্রুটিহীন নবির প্রয়োজনীয়তা..... ১১১

বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা : নবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য..... ১১১
উম্মতের আকিদা সংরক্ষণে নবিদের ভূমিকা..... ১১৫
নবিদের নিষ্পাপ হওয়ার রহস্য ১১৫
নবিগণই আনুগত্যের যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব..... ১১৭
দয়া ও অনুগ্রহের উৎস ১১৮
কিছু আচার-আচরণের ফজিলতের রহস্য ও আল্লাহর নিদর্শনের গভীর তত্ত্ব ১১৯
নবিদের বিশেষ সংস্কৃতি ও জীবনধারা..... ১২১
ইবরাহিমি ও মুহাম্মাদি আদর্শের সভ্যতা..... ১২১
এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য..... ১২২
নবিদের আনুগত্য ও অনুকরণের প্রতি কুরআনের জোর তাগিদ ১২৫
নবিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা..... ১২৫
রাসুল-প্রেমের অভাব : মুসলিম জীবনের অবক্ষয়..... ১৩১
নবিপ্রেম : উম্মতের সফলতার মূলভিত্তি..... ১৩১
আরব ও ইসলামি বিশ্বের সাফল্য-ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ..... ১৩২

◆ **চতুর্থ ভাষণ আল্লাহর ইচ্ছা ও বস্তুগত উপকরণ..... ১৩৪**

বস্তুগত উপকরণের ক্ষেত্রে নবি ও তাঁদের বিরোধীদের পার্থক্য.. ১৩৪
প্রধান ও নির্ধারিত প্রসঙ্গ ১৩৫
অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহর রহমতের প্রেরণা..... ১৩৬
নবিদের সাথে আল্লাহর চিরন্তন নীতি..... ১৩৯
বস্তুবাদবিরোধী সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জ..... ১৪২
বস্তুবাদের সংকীর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে হজরত মুসা আ.-এর কাহিনিও এক দৃঢ় চ্যালেঞ্জ..... ১৪৬
ইউসুফ আ.-এর অসাধারণ জীবনপথ..... ১৪৮
অদৃশ্য সাহায্য ও দীপ্ত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি..... ১৫০
নবির সফলতাই উম্মতের সফলতার পথ..... ১৫২

দাঈ ও মুমিনদের শক্তি ও আস্থার ভিত্তি.....১৫৩
নবিদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের অনিবার্য পরিণতি.....১৫৫
ব্যক্তিগত বা জাতীয় স্বার্থের কোনো মূল্য নেই.....১৫৬
একটি প্রচলিত ভুল ধারণা.....১৫৬
ঈমান ও আনুগত্যই মুমিনের প্রকৃত হাতিয়ার.....১৫৭
নবির আদর্শেই মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ.....১৫৯

◈ **পঞ্চম ভাষণ মুহাম্মাদ সা.-এর নবুয়তের মহিমা.....১৬০**

অন্ধকার যুগের করুণ ইতিহাস.....১৬০
সঠিক জ্ঞানের অভাব.....১৬০
সদিচ্ছার অভাব.....১৬১
সাহসী ন্যায়পরায়ণদের শূন্যতা.....১৬১
এক নতুন ভোরের আশায়.....১৬২
শিরক ও ফালসাফা : ঈমানহানির সূক্ষ্ম ফাঁদ.....১৬৩
নবিজির ঈমানি দাওয়াত : মানবতার আকাশে চিরদীপ্ত সূর্য.....১৬৪
টেকসই সংস্কারের জন্য চাই কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান হৃদয়.....১৬৭
নবির আগমনের বৈপ্লবিক প্রভাব.....১৬৮
এক নতুন পৃথিবীর উদয়.....১৬৮
বর্বরতার যুগের চিত্র.....১৭০
বিশ্বপরিস্থিতির নতুন মোড়.....১৭১
উম্মতে মুহাম্মাদিই নবিজির শ্রেষ্ঠতম মুজিজা.....১৭৩

◈ **ষষ্ঠ ভাষণ নবুয়তে মুহাম্মাদির কৃতিত্ব.....১৭৫**

মানুষের মর্যাদা.....১৭৫
মানব-প্রকৃতির গূঢ় রহস্যাবলি.....১৭৬
মানুষের চেয়ে দামি কিছু নেই.....১৭৭
মুহাম্মাদি নবুয়তের অমর কীর্তি.....১৭৮

কল্পনার অতীত এক মনকাড়া বাস্তবতা..... ১৭৯
জীবনের নানা পর্বে আদর্শবান মনীষা ১৮০
ইসলামি সমাজের বুনিয়াদি ভিত্তি ১৮০
পরীক্ষার কঠোর যাচাইয়ে নিষ্ঠাবানদের সফলতা..... ১৮১
শাসকের অনাড়ম্বর জীবন ও দুনিয়াবিমুখতা..... ১৮১
মানবতার আদর্শ নমুনা..... ১৮৩
ইসলামের প্রথম আলোচিত সমাজ..... ১৮৫
নবুয়তের আলোয় উত্তরসূরি প্রজন্ম ১৮৬
মুহাম্মাদি শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৮৮
মুহাম্মাদি বিদ্যাপীঠের কালজয়ী অবদান..... ১৯৪

◈ সপ্তম ভাষণ খতমে নবুয়ত- ১ ..... ১৯৬

দীনের পরিপূর্ণতা ও উম্মতের উত্তরাধিকার ১৯৬
নবুয়তের পরিণতি ও পূর্ণতা : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৯৮
শেষ নবির অনন্য বৈশিষ্ট্য..... ২০১
নবির সিরাত : মানবতার চিরন্তন আদর্শ..... ২০৫
নবিদের জীবনধারা ও প্রিয় নবিজির অনন্য বৈশিষ্ট্য ২০৮
মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর উম্মতের অটুট বন্ধন ২১০
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের অনন্য বৈশিষ্ট্য ২১২
মানবতার জন্য মুহাম্মাদি রিসালাত কালোত্তীর্ণ ও অপরিবর্তনীয় ২১৫
জ্ঞান ও ইতিহাসের আয়নায় কুরআন ও আসমানি গ্রন্থাবলি ২২৩
নতুন নবির আগমন সম্পর্কে কুরআনের নীরবতা ২৩৬
খতমে নবুয়ত সম্পর্কে সহিহ ও অকাট্য হাদিসসমূহ ২৩৮
খতমে নবুয়তের প্রশ্নে সাহাবা ও মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য..... ২৪০

◆ **অষ্টম ভাষণ খতমে নবুয়ত- ২ .....২৪৩**

খতমে নবুয়ত : বিশ্বমানবতার প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত ২৪৩
পূর্ববর্তী ধর্মে মিথ্যা নবিদের আবির্ভাব : আকিদার সংরক্ষণে প্রতিবন্ধকতা ২৪৭
খতমে নবুয়ত : পূর্ণাঙ্গ দীনের অনিবার্য ফল ২৫৩
ইসলামের চিরন্তন সতেজতা ও মানবগঠনের শক্তি ২৫৩
ইসলামে সংস্কার ও নবজাগরণের ধারা.....২৫৬
বাতিল প্রতিরোধে খতমে নবুয়তের আকিদা.....২৫৭
খতমে নবুয়ত : মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ.২৫৯
খতমে নবুয়ত : নৈতিক অরাজকতা থেকে মুক্তির ঢাল.....২৬০
সংস্কৃতিতে খতমে নবুয়তের অবদান.....২৬০
মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের ভয়াবহ ফেতনা ২৬২
দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দাবিদারদের বিভ্রান্তি .২৬২
ইসলামের কল্যাণে সমষ্টিগত ইলহাম ও হেদায়াত.....২৬৬
মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি ২৬৯
ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু ২৭১

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

মানুষের জীবন এক অন্তহীন যাত্রা—আলো আর আঁধারের মাঝে টালমাটাল পথচলা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখনই মানবজাতি বিভ্রান্তির অন্ধকারে দিক হারিয়েছে, তখনই আসমান থেকে নেমে এসেছে দ্যুতিময় আলো—নবুয়তের আলো। সেই আলোয় ধুলোমাখা মরুভূমি ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, অমানবিক সমাজ মানবিকতায় উজ্জ্বল হয়েছে, এমনকি পাথর-হৃদয় মোমের মতো নরম হয়ে গেছে। সেই আলো-ছড়ানো জগতেরই মর্মকথা ধারণ করেছে যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার প্রখ্যাত আলেম শায়খ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর অমর কীর্তি ***মানসাবে নবুয়ত***।

উর্দু ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে তিনি নবুয়তের প্রকৃত অর্থ, মানবসভ্যতায় এর অপরিহার্য ভূমিকা, নবিদের দায়িত্ব ও মর্যাদা, বিশেষ করে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বজনীন মিশনের ব্যাখ্যা করেছেন।

নদবি রহ. এ গ্রন্থে দেখিয়েছেন—নবুয়ত ছাড়া সভ্যতা অন্ধ, জ্ঞান শূন্য, রাজনীতি স্বৈরাচার, সংস্কৃতি দিশাহীন। নবুয়তই মানুষকে সত্যপথে পরিচালনা করে, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সমাজকে কল্যাণের বাঁধনে বেঁধে রাখে।

আলি হাসান নদবির কলমে ইতিহাস কেবল ঘটনার বিবরণ নয়; এ যেন এক জীবন্ত নদী, যেখানে অতীত প্রবাহিত হয়ে বর্তমানকে সঞ্জীবিত করে, আর ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে। তাঁর বাক্যরীতি কখনো রোদ্দুরের মতো ঝলমলে, কখনো গোধূলির মতো কোমল। এই বইতে তিনি নবুয়তের ধারণাকে উপস্থাপন করেছেন যুক্তি, আধ্যাত্মিকতা আর হৃদয়-নিবেদনের এক বিস্ময়কর সমন্বয়ে।

অধুনা বিশ্বে যেখানে নানা মতবাদ, মতলব ও দর্শন মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, সেখানে নবুয়তের সঠিক ধারণা মানুষের সামনে তুলে ধরা নেহাত অপরিহার্য।

এই প্রেক্ষাপটেই বইটি বাংলায় অনুবাদের প্রেরণা পাই। অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হয়েছে—এ যেন রোদের সোনালি আভা আঁকড়ে ধরে মাটির কলসে ভরে আনার প্রয়াস। আলো তো অক্ষুণ্ন থাকে না, তবে তার উষ্ণতা ও দীপ্তি একটু হলেও পৌঁছে দেওয়া যায়।

আমার প্রচেষ্টা ছিল—মূল গ্রন্থের ভাষার আবেগ ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রেখে বাংলার সরল অথচ রুচিশীল ভঙ্গিতে তা তুলে ধরা। তবে অনুবাদ সবসময়ই এক সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা। মূল লেখকের মেধা, দৃষ্টি ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তর করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই পাঠকের কাছে অনুরোধ করব, অনুবাদকে মূল গ্রন্থের দর্পণ মনে করে দেখবেন, আর সুযোগ হলে মূল উর্দু গ্রন্থের সান্নিধ্য লাভ করবেন।

এই গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ বাংলাভাষী পাঠককে নবুয়তের মর্যাদা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দেবে—এমন প্রত্যাশা রাখি।

আজ মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে, মেশিনকে বশ করেছে, কিন্তু নিজের আত্মাকে হারিয়েছে। এই আত্মাহীন সভ্যতায় নবুয়তের আলোই হতে পারে একমাত্র পরিত্রাণ। তাই ***মানসাবে নবুয়ত*** শুধু একটি বই নয়, বরং এক আসমানি ডাক। এক ধরনের আহ্বান—মানুষকে আবার নবুয়তের চেতনায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই বিনীত প্রয়াস কবুল করেন, লেখককে তাঁর রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে দেন, আর আমাদের সকলকে নবুয়তের উত্তরাধিকার রক্ষায় অটল-অবিচল রাখেন। আমিন।

দোয়ার মুহতাজ
মুহাম্মাদ আলী জাওহার
রামপুরা, ঢাকা।
৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৫

লেখকের আরজ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর। ১৩৮২ হিজরি মোতাবেক ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের কোনো এক তারিখে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রধান (ভাইস চ্যান্সেলর) হজরত শায়খ আবদুল আযিয ইবনে বায-এর পক্ষ থেকে একটি তারবার্তা পেলাম। তাতে তিনি আমাকে পরিদর্শন অধ্যাপক (ভিজিটিং প্রফেসর) হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেখানে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ছাত্রদের সামনে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে সে দাওয়াত গ্রহণ করি। মুসলিম নবীনদের এরূপ চমৎকার সেমিনারে বক্তব্য রাখাটা আমার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত বিরাট নিয়ামত ও পরম সৌভাগ্য মনে করি। আমার লক্ষ্য ছিল—এই পবিত্র নগরীতে নতুন প্রজন্মের স্বচ্ছ চিন্তাধারায় যোগ্য নেতৃত্বের বীজ বপন করা। সুস্থ মানসিকতা ও উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য এটা ছিল এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। যা দয়ার চাদরে আবৃত অতি নগণ্য এক গুনাহগার উম্মত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহপ্রাপ্ত প্রিয়তমের নগরীতে করতে চলেছে। আর এটা ছিল অতি ক্ষুদ্র হাদিয়া, যা সে সময়ে তাঁর জন্য পেশ করা সম্ভব হয়েছিল। আমি আমার বক্তব্য প্রদানের জন্য 'কুরআনের আলোকে নবুয়ত ও আম্বিয়া' শীর্ষক বিষয়টি নির্বাচন করি। এ বিষয়টি আমি হঠাৎ কিংবা অপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করিনি; বরং দীর্ঘদিন যাবৎ এটি আমার মনে লালিত হচ্ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব গুরুত্বপূর্ণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবে। আমি আরও বিশ্বাস করি, জাতির কান্ডারি ও কর্ণধারগণ—যারা চিন্তা, জ্ঞান-গবেষণা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন—তারা বর্তমান পথভ্রষ্টতা, ইসলামের সঠিক তত্ত্ব থেকে অনেক দূরে অবস্থান, আসমানি ধর্মের পরিবর্তে বস্তুবাদী মূল্যবোধের অন্ধ অনুকরণে এবং পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাবে ইসলামের মূল শিক্ষার বিকৃত ব্যাখ্যা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছেন। এর মূল কারণ হলো—নবুয়তের প্রকৃত রূপরেখা, চিন্তাধারা ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ শ্রেণি জানে না—নবুয়ত মানবজীবনে, সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার ও মানবীয় জ্ঞানের ওপর কত গভীর প্রভাব রেখেছে। নবুয়ত দুনিয়াকে কী দিয়েছে। নবুয়তের সাথে নতুন প্রজন্ম ও আধুনিক সভ্যতার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার দরুন জীবনধারা ও মানবসমাজ কেমন

ভুল পথে নিপতিত হয়েছে। আজ তারা ধ্বংসের কেমন গভীর ও বিভীষিকাময় গর্তের দিকে ছুটে চলেছে।

এই মুবারক দাওয়াত এসেছে এক মুবারক প্রান্ত থেকে। ফলে তা হৃদয়ের পুরোনো ক্ষতকে সতেজ করেছে। বহু দিন ধরে স্বভাব-প্রকৃতি যে বিষণ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েছিল, এ দাওয়াত তাতে টনিকের মতো কাজ করেছে। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং স্থানের আকর্ষণ ব্যস্ততার সব হিলা-বাহানার ওপর জয়ী হয়েছে। যদি এ স্থান সম্মানিত ও সমাদৃত না হতো, তবে কাজটি অন্য কোনো সময়ে স্থগিত রাখা যেত, যেমন অনেক দরকারি কাজ সাময়িক চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে মুলতবি হয়ে যায়। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু বলার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান মদিনা মুনাওয়ারাই হতে পারে। কারণ, মানবজাতির হেদায়াতের জন্য ওহি ও নবুয়তের মাধ্যমে জমিনের সাথে আসমানের শেষবারের মতো মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল এ পবিত্র স্থানেই। আমি এসব ভাষণের সিংহভাগ ১৩৮২ হিজরি (মোতাবেক ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি)-এর রমজান মাসে নিজের ছোট গ্রামে রচনা করেছি।[১] সেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো লাইব্রেরি বা পাঠাগার ছিল না। ফলে এসব ভাষণ সংকলন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিমকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি। মুসলমানদের এমন কোনো ঘর বা গ্রাম পাওয়া যাবে না, যেখানে এ পবিত্র কুরআন নেই। যে রমজানে এ শুভ কাজের সূচনা করি, তা ছিল কুরআনের বসন্তকাল এবং তা নাজিল হওয়ার উৎসবের সময়। এ সময় পুরো পরিবেশটাই কুরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। তবে কখনো কোনো রেফারেন্স যুক্ত করার জন্য, কোনো মতামত ব্যাখ্যা করতে কিংবা কোনো অভিমতের সমর্থনে আমি লখনৌ'র 'নদওয়াতুল উলামা'-এর সুবিশাল পাঠাগার থেকে কিতাব ধার নিতাম। এভাবে ছয়টি ভাষণ পৃথক পৃথক শিরোনামে রচনা করা হয়। পরে এগুলোর সাথে আরও অনেক তত্ত্ব সংযোজন করা হয়।

১৩৮২ হিজরি সনের শাওয়াল (মোতাবেক ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি) মাসে আমি মদিনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হই। আর ভাষণ শুরু হয় ১৩৮২ হিজরির জিলকদ (মোতাবেক ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ) মাসে। সপ্তাহে দুবার জামিয়া ইসলামিয়ায় বক্তৃতা সেমিনারে ইশার নামাজের পর এসব ভাষণ পাঠ করা হতো। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করতেন উস্তাজ আতিইয়াহ মুহাম্মাদ

[১] দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ রায়বেরেলি। এ গ্রামটি 'টকিয়া কেলান' নামে সমধিক পরিচিত।

সালিম (জামিয়া মাদানিয়ার পরিচালক)।[১] শেষদিকে শায়খ আবদুল আজিজ ইবনে বায রহ. বক্তৃতার ওপর পর্যালোচনা ও মতামত ব্যক্ত করতেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছাত্র ছাড়াও মদিনা মুনাওয়ারার বিশিষ্ট গুণীজন, শিক্ষাবিদ ও জামিয়ার শিক্ষকমণ্ডলীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উপস্থিত থাকতেন। এসব ভাষণই এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। যদিও আমরা এগুলোকে বিশেষ কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা কিংবা জ্ঞান-গবেষণার নতুন আবিষ্কার বলছি না, তবে নিঃসন্দেহে এতে রয়েছে চিন্তা-চেতনার খোরাক এবং মেধা ও অনুভূতি বিকাশের উপকরণ। একে একটি তথ্যসমৃদ্ধ কিতাব এবং বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার প্রাথমিক খসড়া বললে যথার্থ হবে। বক্তৃতামালার ভাষা বেশ সাহিত্যঘন হলেও সহজ-সরলভাবে উপস্থাপিত। ইলমে কালাম ও আকাইদের কঠিন ও জটিল পদ্ধতি পরিহার করা হয়েছে। তবুও কিতাবটিতে গভীর চিন্তা-ভাবনাসংবলিত বহু ইঙ্গিত ও তথ্য রয়েছে। মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার তীব্র সংঘর্ষে জর্জরিত বর্তমান মুসলিম সমাজের জন্য এতে নিঃসন্দেহে রয়েছে চিন্তা ও পর্যালোচনার বার্তা। লখনৌ, কায়রো, জেদ্দা ও দামেস্ক থেকে এই কিতাবের ছয়টি আরবি সংস্করণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধন ও সংযোজনসহ এ-ই প্রথম এর উর্দু সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। গ্রন্থকারের চিন্তাধারা এবং আলোচনায় যে নতুন দিকগুলো উদ্ভাসিত হয়েছে, অনুবাদক সেগুলোকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে বিস্তৃত করেছেন এবং ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনুবাদে—যা গ্রন্থকারের দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সম্পাদনা করেছেন—গ্রন্থকার নিজেও বয়স ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। এর সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে হিন্দুস্তানের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গবেষকদের মূল্যবান মতামত এবং তাঁদের কিছু নির্বাচিত রচনা। আরবি বক্তৃতামালায় এগুলো সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। ফলে অনুবাদটাই একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ ধারণ করেছে। এখন একে অনুবাদ না বলে মূল রচনা বলাই যথার্থ হবে। এতে স্বভাবতই কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের চেয়ে অধিক পূর্ণতা পেয়েছে।

বক্তৃতামালার এ ধারাবাহিকতায় শেষ ভাষণ হিসেবে 'নবুয়তে মুহাম্মাদির কৃতিত্ব' শীর্ষক আলোচনা স্থান পাওয়ার কথা ছিল। তবে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং যুগের দাবি স্পষ্টতই ইঙ্গিত চাচ্ছিল যে, এ বক্তৃতামালার সমাপ্তি হওয়া উচিত 'খতমে নবুয়ত'-এর আলোচনা দিয়ে—তার প্রয়োজনীয়তা, মুহাম্মাদ

[১] বর্তমানে তিনি মদিনা মুনাওয়ারার উপপ্রধান বিচারক।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামুন্নাবিয়্যিন হওয়াকে যুক্তি-প্রমাণের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে। কেননা বাস্তবিক দিক থেকে এ আলোচনাই পুরো ধারাবাহিক বক্তৃতার সমাপ্তি হিসেবে 'মিসকুল খিতাম' বা সমাপনী কস্তুরীর মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু গ্রন্থকারের বিবেচনায় একদিকে সময়ের অভাব, অন্যদিকে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা—এসব কারণে তিনি তখনই বিষয়টিকে বিশদভাবে উত্থাপন করতে সক্ষম হননি। তিনি মনে করলেন, এটিকে অসম্পূর্ণ বা অতৃপ্ত রাখার চেয়ে পরবর্তী সময়ে আলাদা করে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য রেখে দেওয়া উত্তম হবে। গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্তেই আল্লাহ তাআলার হিকমতের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কারণ, যখন তিনি এ বিষয়ে কলম ধরেন, তখন কাদিয়ানিদের সমস্যা—যার মূল কথাই হলো খতমে নবুয়তের অস্বীকৃতি—সারা বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি করছিল। সময়টা ছিল ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি। অতঃপর ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সরকার কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে 'খতমে নবুয়ত' অস্বীকার করার অপরাধে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করে। এই ঘোষণাই নতুন করে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানকে প্রাণবন্ত ও সজীব করে তুলল যে, ইসলামি আকিদা ও শরিয়তে 'খতমে নবুয়ত'-এর আকিদার প্রতি এত গুরুত্ব কেন? কেবল এ অপরাধের কারণেই কি একটা সম্প্রদায়—যারা শুধু ইসলামের দাবিদারই নয়, বরং ইসলামের খিদমত করে যাচ্ছে বলেও দাবি রাখে—তাদেরকে ইসলামের গণ্ডির বাইরে গণ্য করা হলো?

এসব ঘটনা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি গ্রন্থকারের মেধা ও চিন্তাশক্তিকে কাদিয়ানি সমস্যার দিকে গভীরভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেয় এবং যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দানের নেশা তার মন-মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে তিনি দীর্ঘ সময় অন্য কোনো জ্ঞান-গবেষণামূলক কাজে হাত দিতে পারেননি। এরূপ গভীর অধ্যয়ন-গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার ফলে একটি প্রবন্ধ রচিত হয়, যা এই বক্তৃতামালার শেষ ভাষণ এবং গ্রন্থটির সমাপনী অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছে। বস্তুত এর মাধ্যমেই বইটি পূর্ণতা লাভ করেছে। সর্বশেষ দুটি প্রবন্ধকে কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে বক্তৃতার ভাষা ও শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত এগুলো ছিল প্রবন্ধকারের নিজেরই প্রস্তুতকৃত রচনা।

আমি আমার প্রিয় গ্রন্থকার দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক মৌলভি নুর আজিম নদবির প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি এই ভাষণগুলোর অনুবাদকর্ম শুরু করেছিলেন। এগুলো প্রথমে প্রবন্ধাকারে দরভাঙ্গার *আল-হুদা* সাময়িকীর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুঃখের

বিষয়, তিনি তার অধ্যাপনা ও লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি। 'মজলিসে তাহকিকাত ও নশরিয়াতে ইসলাম'-এর সদস্য আমার প্রিয় ব্যক্তি শামছে তিবরিয খান অবশ্যই উর্দুভাষী পাঠকের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। তিনিই প্রথম এ কিতাবটির গুরুত্ব ও উপকারিতা অনুভব করেন এবং আমার কাছ থেকে কিতাবের বাকি অংশের অনুবাদ সম্পন্ন করার অনুমতি নেন। অনুবাদ হওয়ার পরও কিতাবটির আবেদন ও আকর্ষণ অক্ষুণ্ন থাকবে কি না—এ নিয়ে আমি বেশ সন্দিহান ছিলাম। যাহোক, প্রিয় বন্ধুদ্বয় এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। এখন আমি এই কিতাব ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষিত মুসলিম সমাজের সামনে পেশ করছি। উদ্দেশ্য হলো, তারা এটি পড়ে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও সাধনার পুনর্মূল্যায়ন করবে এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকে নবিগণ এবং তাদের নেতা সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক না হলে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করবে। আর আল্লাহর কাছে কেবল সে পথই গ্রহণযোগ্য এবং প্রকৃত সাফল্যের নিশ্চয়তা প্রদানকারী।

আবুল হাসান আলি
দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ রায়বেরেলি
৩ এপ্রিল, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম ভাষণ
নবুয়ত : মানবসভ্যতায় এর প্রয়োজনীয়তা ও অবদান

স্থানের উপযোগিতা

প্রিয় সুধী! এই মুহূর্তে আমরা যেখানে সমবেত হয়েছি, সেখানে সবচেয়ে উপযুক্ত আলোচনা হতে পারে মানবজাতির নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা এবং মানবসভ্যতায় এর অসামান্য অবদান নিয়ে। এখানে সেসব মনোনীত নবির কথা আলোচনা করা হবে, যাঁদের আল্লাহ তাআলা নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আলোচনা করা হবে আল্লাহর কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা, মর্যাদা ও সম্মান; সৃষ্টির ওপর তাঁদের সীমাহীন অবদান এবং জীবনের বাঁকে বাঁকে তাঁদের গভীর প্রভাব সম্পর্কে। অবশেষে রাসুলদের ইমাম সর্বশেষ নবি সম্পর্কে একটি চমৎকার আলোচনা হবে। আল্লাহ তাআলা যাঁকে চূড়ান্ত রিসালাত, চিরন্তন ও সর্বজনীন নবুয়তের সম্মানে অনন্য করেছেন। যাঁকে দান করা হয়েছে স্থায়ী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, সর্বজনীন শরিয়ত এবং সুরক্ষিত ও জীবন্ত গ্রন্থ। আর মানবজাতির সৌভাগ্য ও মুক্তি (শ্রেণিগত ও ভাষাগত তারতম্য সত্ত্বেও) তাঁর ওপর ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। যাঁর হিজরত ও সর্বশেষ বাসস্থানের জন্য এমন এক পূত-বিধৌত নগরীকে নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে ওহি ও রিসালাতের মাধ্যমে আসমানের সাথে জমিনের শেষবারের মতো সাক্ষাৎ ঘটে।

অতএব, যে ব্যক্তি এ মুবারক জায়গায় কথা বলার সুযোগ পাবেন এবং যিনি এ সম্মান লাভ করবেন, তাকে এ মহান ও সূক্ষ্ম দায়িত্বের প্রতি পুরোপুরি সচেতন হওয়া উচিত যে, তিনি কেমন স্থানে বক্তব্য রাখছেন। বক্তব্য প্রদানের জন্য এই প্রশংসনীয় জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে উপেক্ষা করে অন্য কোনো বিষয় বেছে নেওয়া কি তার জন্য আদৌ ঠিক হবে? এটা ঈমান, সুস্থ বিবেক ও ইহসানেরও দাবি। আরব কবি সম্ভবত এই উপলক্ষ্যেই বলেছেন,

وَلَمَّا نَزَلْنا مَنْزِلاً طَلَّهُ النَّدَى ... أنيقاً وبُسْتاناً منَ النَّورِ حالِيا
أجدَّ لنَا طِيبُ المَكانِ وحُسْنُهُ ... مُنىً فتَمَنَّيْنا فكُنْتِ الأمانِيا.

‘আর আমরা যখন এক শিশির ভেজা নয়নসুখদ স্থান ও আলোকিত পুষ্পবনে অবতরণ করি, তখন সেই সৌন্দর্য আমাদের হৃদয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করল। আর তুমিই ছিলে সেই আশার প্রাণ।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দায়িত্ব

মুসলিম বিশ্বের যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম দায়িত্ব—চাই তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নগরীতেই হোক না কেন—সর্বপ্রথম নবুয়তের নেয়ামত যথাযথ অনুধাবন করা। এই নেয়ামত আল্লাহপ্রদত্ত যেকোনো নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর সেই নেয়ামতের সকৃতজ্ঞ মূল্যায়ন হবে তার সক্রিয় সমর্থক ও আহ্বায়কদের মধ্যে, জীবন-রণাঙ্গনে—যেখানে অজ্ঞতা, ধর্মত্যাগ এবং বিপ্লবের পতাকা সর্বত্র উড়ছে—সেখানে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুহাম্মাদি পতাকা ও তাঁর আদর্শ শিবিরের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে নিজেকে অকুণ্ঠচিত্তে উৎসর্গ করে দেবে। হোক তা বৌদ্ধিক ও বিশ্বাসগত বিষয় অথবা কর্ম, শৃঙ্খলা, চারিত্রিক ও সামাজিক বিষয় কিংবা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়।

যেকোনো ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং শিক্ষার্থীদের মূলমন্ত্র এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত—নবুয়ত ও এর কর্মপদ্ধতিকে অন্য সব দিক-দর্শন, মত ও পথ, চিন্তাধারার ঢং, জীবনের প্রতিটি রং এবং মানবতা ও সভ্যতার প্রতিটি সম্প্রীতির ওপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেওয়া।

হালজামানার ইসলামি গবেষণাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব বৌদ্ধিক চাহিদা ও ব্যস্ততার দিকে ঝুঁকছে এবং যেসব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দাবি করছে, ওই মৌলিক দায়িত্বটা এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য। কারণ, যদি অন্তহীন এবং সত্যিকারার্থে সিদ্ধান্তমূলক কোনো সংঘাত থাকে, তবে তা হলো নবুয়ত এবং অজ্ঞতার সংঘাত। আর এ অজ্ঞতার নেতৃত্ব দিচ্ছে পশ্চিমারা। আর একমাত্র মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত ইসলাম (সত্য ধর্ম) টিকে আছে। এ সংঘাত ছাড়া বাকি সব সংঘাত হচ্ছে ভুয়া ও গৃহযুদ্ধ। যেখানে একই পরিবারের সদস্যরা অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লড়াই করে। কিংবা

স্বল্পবুদ্ধির দরুন শিশুদের ন্যায় তর্কে মেতে ওঠে। কিন্তু চিন্তা ও গবেষণার সংঘাত আবহমানকাল ধরে অজ্ঞতা ও নবুয়তের মধ্যেই চলে আসছে। এসব দিক থেকেও এখানকার মহতী সমাবেশগুলোর সূচনা (যেগুলোর আজ প্রথম দিন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শহর, ইসলামের সূতিকাগার, ঈমানের প্রাণকেন্দ্র এবং ওহির আসন ও গন্তব্য আর নবুয়তের ও মহান ইতিহাসের দীর্ঘ যাত্রার চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে শুরু করা উচিত।

বর্তমানে আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা

আজ প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বড় বড় গবেষণাগার, ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বুদ্ধিজীবী বা অ্যাকাডেমিক সমাজ, জাতিসংঘ ও তার বিশ্ব সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো তথা সর্বত্রই এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ, সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধির যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মানবতার আজ চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। আধুনিক সভ্যতার দুর্ভাগ্য যে, এ সভ্যতার ধারক-বাহকরাই নবুয়ত এবং নবিদের শিক্ষার চরম বিদ্রোহী সেজেছে। তারা জীবন ও সভ্যতার নীলনকশা নববি আদর্শবিবর্জিত পথে পরিচালিত করতে চাচ্ছে। আর আল্লাহপ্রদত্ত সেই সম্মানের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে, যা দান করা হয়েছিল উম্মি নবিকে। ভাব-ভঙ্গিতে তারা অতীত বর্বর জাতিদের সেই অহংকারী উক্তিটাই পুনরাবৃত্তি করছে, যা কুরআনের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

'আমাদেরই মতো মানুষ কি আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দেবে?'[১] এমন একজন উম্মি কি আমাদের জ্ঞান শেখাবে? এরূপ একজন হতদরিদ্র কি আমাদের সুখী করবে? আর একজন যাযাবর কি আমাদের সুসভ্য করবে?

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে যদি আমরা ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ বিষয়গুলো তুলে ধরতে না পারি, তাহলে অন্তত মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়েও কি সেটিকে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করতে পারব না? আর কেনই-বা পারব না! এ তো সেই মদিনা মুনাওয়ারা, যা ছিল সর্বদা আধ্যাত্মিকতার ও মূল্যবোধের বীজ বপনের উর্বর ক্ষেত্র এবং পুণ্যস্নাত ভূমি, যা তাদের পক্ষে যুগে যুগে সুফলা

[১] সুরা তাগাবুন, আয়াত : ০৬

প্রমাণিত হয়ে এসেছে। যে নগরী আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীরই সত্যিকার বাস্তবায়ন—

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ

'এবং উৎকৃষ্ট ভূমি—এর ফসল এর প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয়।'[১]

এখানে যা আলোচিত হয়েছে, সারা বিশ্বে তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ধর্মতত্ত্ববিদদের মনোভাবের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি বলব, নবুয়ত ও নবিদের ব্যাপারে ইলমে কালাম এবং আকাইদের কিতাবাদির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিতান্তই সংকীর্ণ ও সীমিত। এই সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নবুয়তকে এমন এক স্থির ও সংকীর্ণ ভাবধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, আকাইদের সীমিত পরিধির বাইরে জীবনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য ধর্মতত্ত্বের তদানীন্তন সীমাবদ্ধতা এবং এর সীমিত অ্যাকাডেমিক পরিধির আবশ্যকতাও যে ছিল, সেটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এ কারণেই আমাদের নবুয়ত ও নবি—বিষয়দুটোকে কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। এ প্রজ্ঞাময় গ্রন্থের মাধ্যমেই নবুয়তের সম্ভাব্যতা, তাৎপর্য, এর সুপরিসর দিগন্ত ও গভীরতা সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত। ভেবে দেখা উচিত জীবনের ওপর নবুয়তের মাধ্যমে নাজিলকৃত মৌলিক বিষয়, হৃদয় ও দৃষ্টি, চরিত্র ও অভিরুচির ওপর এর প্রভাব ও প্রতিফলন নিয়ে। আজ গবেষণা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সমাজ ও সভ্যতার গঠন ও নেতৃত্ব নিয়ে। এমনকি বর্বরতার বিপরীতে একটি সমান্তরাল অনুপম সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনে পবিত্র কুরআনের মৌলিক ভূমিকা নিয়ে।

আমরা যখন যে উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করি, তখন সাহিত্যজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, প্রতিভা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের এমন কিছু চিত্র ও রাজকীয় রূপরেখা আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মহাবিশ্বে এর চেয়ে সুন্দর সৃষ্টি দ্বিতীয়টি নেই বললেই চলে। নবিদের আলোচনায় কুরআনের বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলী খুশি, আনন্দ, ভালোবাসা ও জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ। অবস্থাদৃষ্টে

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৮

মনে হয়, এটি যেন প্রেমাস্পদের ভালোবাসা এবং সুমধুর স্মৃতির গল্পগ্রন্থ। এতে যত দীর্ঘ, বিস্তৃত, বৈচিত্র্যময় ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত আলোচনাই হোক না কেন, খুবই কম মনে হয়।

প্রবাদ আছে—

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم

'যা উপস্থাপন করেছি, মূল ঘটনাটি তার চেয়ে বেশ দীর্ঘ ও হৃদয়গ্রাহী ছিল।'

(অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক আলোচনা দীর্ঘ করা দূষণীয় নয়। এ ধরনের বক্তব্য একটু-আধটু দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক।)

আমি নিশ্চিত যে, যাদের সুস্থ রুচি, রসবোধ, সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসার প্রতি ন্যূনতম আকর্ষণ আছে, তারা এ আলোচনায় অনন্য স্বাদ পাবেন, উপলব্ধি করবেন এক অপূর্ব তৃপ্তি।

হজরত ইবরাহিম আ.-এর আলোচনা কেমন ভালোবাসা ও মাধুর্যের সাথে করা হচ্ছে তা শুনুন—

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ
اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ
لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۲۳﴾

'নিশ্চয়ই ইবরাহিম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি আল্লাহর নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন। আল্লাহ তাকে (নবি হিসেবে) মনোনীত করে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে যেমন ইহলোকে দান করেছি কল্যাণ, তেমনি পরকালেও তিনি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন সৎকর্মপরায়ণদের। অতঃপর আমি আপনার নিকট ওহি প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহিমের দীনের অনুসরণ করুন। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'[১]

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ১২০-১২৩

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে—

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۗءُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۭ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمِنْ اٰبَاۗىِٕهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَاۗءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝

‘আর এটা আমার যুক্তি-প্রমাণ, যা দিয়েছিলাম ইবরাহিমকে তার সম্প্রদায়ের মোকাবেলায়। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আর তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। তাদের প্রত্যেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম এবং এর পূর্বে নুহকেও সঠিক পথে চালিয়েছিলাম। আর তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও। এভাবেই আমি নিষ্ঠাবানদের তাদের কৃতকর্মের ফল দিয়ে থাকি। এবং জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। তারা সকলে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, ইয়াসাআ, ইউনুস এবং লুতকে। তাদের প্রত্যেককেই আমি নিখিল বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। তাদের পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে দিয়েছিলাম সে শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের (নবি হিসেবে) মনোনীত করে সঠিক ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছিলাম। এটাই আল্লাহর প্রদর্শিত পথ। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শিরক করত তবে অবশ্যই তাদের কৃতকর্ম ব্যর্থ হয়ে যেত। এরাই তারা যাদের প্রদান করেছি আসমানি কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুয়ত। অতঃপর যদি এরা (মক্কার কাফেররা) এগুলোকে প্রত্যাখ্যানও করে, আমি সেক্ষেত্রে এমন এক সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করেছি যারা এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে না।’[১]

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৮৩-৮৯

কুরআনুল কারিম কখনো কখনো নবিদের 'ইসতিফা' (মনোনয়ন), 'ইজতিবা' (নির্বাচন), ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছে। আবার কখনো কখনো তাদের সর্বোত্তম প্রশংসা, যৌক্তিক, নৈতিক ও আমলি যোগ্যতার যথাযথ বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসব কিছুই প্রমাণ করে যে, নবিগণ হলেন সৃষ্টির নির্যাস, মানবতার নিষ্কলুষ আদর্শ এবং আল্লাহ তাআলার বার্তা বহন ও দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোগ্য ও সাহসী ব্যক্তিত্ব।

আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ

'আল্লাহ তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।'[১]

হজরত ইবরাহিম আ. সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۙ﴿۵۱﴾

'আমি তো ইতিপূর্বে ইবরাহিমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম আর আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।'[২]

আরও ইরশাদ হচ্ছে—

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

'এবং আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।'[৩]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۱۰۹﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۰﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۱﴾

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১২৪
[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৫১
[৩] সুরা নিসা, আয়াত : ১২৫

‘আর আমি পরবর্তীদের মাঝে ইবরাহিমের পুণ্যস্মৃতি টিকিয়ে রেখেছি যে, ইবরাহিমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। পুণ্যবানদের আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরই একজন ছিলেন।’[১]

হজরত ইবরাহিম আ. সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে—

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝

‘নিশ্চয়ই ইবরাহিম নিতান্ত ধৈর্যশীল, কোমলহৃদয় এবং আল্লাহ অভিমুখী ছিলেন।’[২]

এদিকে হজরত ইসমাইল আ.-এর স্মরণে বলা হয়েছে—

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝

‘তিনি তার প্রতিপালকের কাছে অতি প্রিয় ছিলেন।’[৩]

হজরত মুসা আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে—

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝

‘আর আমি আপনাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।’[৪]

তাঁর সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে—

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ۝

‘এবং (হে মুসা) আমি আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি। (আপনার প্রতি অনুগ্রহের জন্য এবং) যেন আপনি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।’[৫]

তাঁর সম্পর্কে আরও ইরশাদ হচ্ছে—

---

[১] সুরা সাফফাত, আয়াত : ১০৮-১১১
[২] সুরা হুদ, আয়াত : ৭৫
[৩] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৫
[৪] সুরা ত্ব-হা, আয়াত : ৪১
[৫] সুরা ত্ব-হা, আয়াত : ৩৯

اِنِّیْ اصْطَفَیْتُكَ عَلَی النَّاسِ بِرِسٰلٰتِیْ وَبِكَلَامِیْ

'আমি আপনাকে আমার রিসালাত (রাসুলের মর্যাদা ও দায়িত্ব) এবং বাক্যালাপ দ্বারা লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'[১]

হজরত দাউদ আ.-এর স্মরণে বলা হয়েছে—

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَیْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۱۷﴾

'এবং আমার বান্দা শক্তিধর দাউদকে স্মরণ করুন। অবশ্যই তিনি (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারীদেরই একজন ছিলেন।'[২]

তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি সন্তান হজরত সুলাইমান আ. সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۳۰﴾

'সুলাইমান নেহাত উত্তম বান্দা ছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।'[৩]

এমনিভাবে হজরত আইয়ুব আ. ও মর্যাদাসম্পন্ন একদল নবি আ.-এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের উন্নত গুণাবলি বিশেষ ভঙ্গিতে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ اُولِی الْاَیْدِیْ وَالْاَبْصَارِ ﴿۴۵﴾ اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَی الدَّارِ ﴿ۚ۴۶﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْاَخْیَارِ ﴿ؕ۴۷﴾

'এবং আমার কতিপয় শক্তিশালী ও বিচক্ষণ বান্দা—ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা স্মরণ করুন। আমি তাদেরকে পরলোকের স্মরণের এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিলেন আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।'[৪]

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৪

[২] সুরা সোয়াদ, আয়াত : ১৭

[৩] সুরা সোয়াদ, আয়াত : ৩০

[৪] সুরা সোয়াদ, আয়াত : ৪৫-৪৭